প্রথম আলো

তারিখ 15 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

মাধ্যমিকে দেড় হাজার শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শূন্য পদে এক হাজার ৫৩২ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শিক্ষক সংকট নিরসনে প্রয়োজনে অ্যাডহক (অস্থায়ী) ভিত্তিতে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগেরও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

শিক্ষক সংকটের চিত্র তুলে নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে মাউশি। ওই প্রস্তাবে বলা হয়, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষকের পদ আছে নয় হাজার ৯৩৬টি। কিন্তু পদ শূন্য থাকায় শ্রেণী শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেই শিক্ষকের সংকট আরও বাড়বে। এ জন্য শূন্য পদে নিয়োগে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কীভাবে নিয়োগ হবে তা মন্ত্রণালয়ই ব্যবস্থা নেবে।

উল্লেখ্য, সহকারী শিক্ষকের পদ দ্বিতীয় শ্রেণীর হওয়ায় এই পদে নিয়োগের কাজটি করবে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)।

সূত্রমতে, মাউশির প্রস্তাবিত এক হাজার ৫৩২টি পদের মধ্যে আছে বাংলায় ২৩০, ইংরেজিতে ২১০, গণিতে ১১৫, ভৌতবিজ্ঞানে ১৬৩, রসায়নে ৯৮, জীববিজ্ঞানে ১৫০, ব্যবসায় শিক্ষায় ১২০, ভূগোলে ৯৫, ইসলাম ধর্মে ১২৫, কৃষি শিক্ষায় ৬১, শারীরিক শিক্ষায় ৮০, চারু ও কারুকলায় ৯০টি পদ।

তদন্ত প্রতিবেদন জমা: এদিকে মাউশির অধীন প্রায় দুই হাজার কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। ইদের আগে ওই প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটি আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ পায়নি। তবে নিয়োগে প্রক্রিয়াগত কিছু ত্রুটি ছিল। বিশেষ করে নিয়োগ কার্যক্রমে সহায়ক কমিটি (যাচাই-বাছাই কমিটি) গঠন নিয়ে নিয়োগ কমিটির সদস্যদের কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছেন।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে। এখন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মাউশি এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য শূন্য পদে কয়েক মাস আগে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এক হাজার ৯৬৫ জন কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়। তবে লিখিত পরীক্ষা হওয়ার পর এ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এরপর এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য গত ৪ জুলাই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল খান চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে মন্ত্রণালয়।